"মুজিববর্ষে স্বাস্থ্য খাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

নং -৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-১৩১৪

তারিখ: ০৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২১ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নোটিস

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্থাৎ ৩০শে জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যে অর্জন রয়েছে তা (প্রেরিত সংযুক্তি অনুযায়ী যদি নতুন কিছু থাকে) আগামী ০৭-১০-২০২০ তারিখ ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত তথ্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০৬/১০/২০২০
(মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০২০৪
admin@hsd.gov.bd

নং -৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-১৩১৪

তারিখ: ০৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২১ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২. যুগ্মসচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. উপসচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
৬. সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশ)।

০৬/১০/২০২০
(মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী)
যুগ্মসচিব

৫৪. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

জনবল সংক্রান্ত কার্যক্রম

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯তম বিসিএস-এর মাধ্যমে দুই দফায় মোট ৬,৭৯২ জন চিকিৎসককে সহকারি সার্জন/ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২) ৬০ জনকে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ জন অফিস সহায়ক (৪র্থ শ্রেণি) এবং ০৩ ক্যাটাগরির পদে ৩২ জন (৩য় শ্রেণি)।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২১৯ জনকে সহকারি অধ্যাপক এবং ৭৮ জনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

(৪) উপপরিচালক পদে ৬০ জনকে, সহকারি পরিচালক পদে ২৫৪, সিনিয়র স্কেল পদে ১০৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৯৯০ জন কর্মকর্তার চাকুরি স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।

(৫) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৫০৫৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৬) ৪৮টি প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ২,৯৫০ জন, ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার ১৪৭ জন, ১ম শ্রেণি মেডিকেল ব্যতীত ০৫ জন, ১ম শ্রেণি নার্সিং ৪ জন, ২য় শ্রেণি নার্সিং ৮৬৩ জন, ২য় শ্রেণি নন-নার্সিং ১১৯ জন, ৩য় শ্রেণি মেডি: ৩,১০৪ জন, ৩য় শ্রেণি ৫২৬ জন, ৪র্থ শ্রেণি ২০৬ জন, আউট সোর্সিং ৫৭ জন মোট ৭,৯৮১ জনের পদ সৃজন করা হয়েছে।

অনুদান সংক্রান্ত :

(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৭টি স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ১৮১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা নিয়মিত অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম :

(৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরের পিপিপি চুক্তির আওতায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (NIKDU) এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম (CMCH)-এ পূর্বের ২৯,৬০৯টি ডায়ালাইসিস সেশনের স্থলে ৫৯,২১৮টি ডায়ালাইসিস সেশন প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(৯) সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-তে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোভিড-১৯-কে সংক্রমক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(১০) জাতীয় কলেরা পরিকল্পনা ২০১৯-২০৩০- এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(১১) শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপি ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২০ (২য় রাউন্ড) সফলভাবে পালন করা হয়েছে।

(১২) আইসিসি সভা কর্তৃক Renewal request for GAVI supported vaccine for 2020 অনুমোদিত হয় এবং সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সচিব, ফিন্যান্স বিভাগ মহোদয়গণের যৌথস্বাক্ষরে আবেদনপত্র GAVI সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৩) 'হাম-রুবেলা (এমআর) ক্যাম্পেইন-২০২০' কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত National Advocacy কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম, ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বার্তা ধারণ এবং প্রচার, এবং জাতীয় হাম-রুবেলা (এমআর) টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২০' সফল করার জন্য সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডিও পত্র প্রেরণসহ এ ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৫) অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৫) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১৬) দেশব্যাপী উৎযাপনের নিমিত্ত ১৯ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে হাঁটা দিবস হিসেবে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(১৭) মানসিক স্বাস্থ্য নীতির চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৯) পানিতে ডুবা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশলের খসড়া চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়ার কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে।

(২০) তামাক ও মদ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর খাবার ও কায়িক পরিশ্রমের প্রসার ঘটানো বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী টাইপ-১ ডায়াবেটিক শিশুদের ইনসুলিনসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(২২) 'তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রকল্পের তথ্যভান্ডার হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে এক্সপার্ট পুল গঠনের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অবকাঠামোগত ও মেরামত কার্যক্রম :

(২৩) করোনা মহামারী সময়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

- বসুন্ধরা হাসপাতালকে COVID-19 হাসপাতালে রূপান্তরের প্রশাসনিক অনুমোদন ও দরপত্র অনুমোদন;
- ডিএনসিসি মার্কেটকে COVID-19 হাসপাতালে রূপান্তরের প্রশাসনিক অনুমোদন ও দরপত্র অনুমোদন;
- বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা রোগীর সেবা প্রদানের জন্য Isolation Unit রূপান্তরের অনুমোদন;
- পিসিআর ল্যাব স্থাপন ২৯টি (গণপূর্ত অধিদপ্তর-২৭টি এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-২টি)।

(২৪) কমিউনিটি ক্লিনিক নতুন নির্মাণ ১১৩টি, পুনঃনির্মাণ ১৩৫টি, ভাসানচর দ্বীপে ৪টি (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে), মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৩ পার্বত্য জেলায় ৬টি।

(২৫) ২০ শয্যা হাসপাতাল ভাসানচর দ্বীপে ২টি (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে) এবং পুরাতন স্বাস্থ্য স্থাপনা/ভবন অপসারণ করা হয় ২৫টি।

স্থান নির্বাচন:

(২৬) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৯টি, নার্সিং ইনস্টিটিউট ১টি, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ২টি, ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ২টি, বিভিন্ন অফিস/কার্যালয় ৭টি, ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ ২টি, ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ১টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩টি, ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ২টি, এইচইডি ইন্সপেকশন বাংলো ১টি, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ ১টি এবং এনসিডিসি এন্ড রেফারেল সেন্টার ১টি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়।

(২৭) স্বাস্থ্য স্থাপনা/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নিমিত্ত অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় ২১টি।

(২৮) সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন প্লান (সিএমএসডি) ১টি, ম্যাডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) ২টি, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ১টি, নার্সিং কলেজ ২টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লক্স ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত ১টি, স্বাস্থ্য ভবনের ভার্টিকেল এক্সটেনশন ১টি, সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউস ফর ফ্যামিলি প্লানিং ১টি, শিশু হাসপাতাল ১টি এবং নিপোর্ট ভবন নতুন নির্মাণের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

(২৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের কিস্তি অনুযায়ী অর্থ ছাড় (এইচইডি ও পিডব্লিউডি) করা হয়েছে।

(৩০) এইচইডি'র জিপ গাড়ি ক্রয়ের অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরি ১৬টি এবং এইচইডি ও পিডব্লিউডি কর্তৃক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বাস্তবায়িতব্য মেরামত-সংস্কার কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়।

(৩১) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯' প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩২) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের টিওএন্ডই'তে যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩৩) 'স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর'-এ আউটসোসিং হিসেবে সৃজনকৃত ৪৯টি অফিস সহায়ক পদকে রাজস্বখাতে নিয়মিত পদ হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। 'এইচইডি'র ৪২৪+৪২+৯২=৫৫৮টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(৩৪) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ৮৩টি পদে নিয়োগ প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম :

(৩৫) ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এইচপিএনএসপি এর আওতাধীন ১৯টি অপারেশনাল প্ল্যান এবং ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের পিপিএ, ২০০৬, পিপিআর, ২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন আদেশ-২০১৫ অনুযায়ী অপারেশনাল প্ল্যান/প্রকল্পসমূহের এডিপি বরাদ্দের আওতায় দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(৩৬) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯টি ওপির জিওবি (উন্নয়ন) এবং আরপিএ (জিওবি) খাতের প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানে গুডস/ওয়ার্কস/সার্ভিসেস বাবদ ৫,৮৫,৫৪২.৩৫৫ লক্ষ টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অটিজম সেলের কার্যাবলি :

(৩৭) National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders 2016-2021 এ্যাকশন প্ল্যানটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্ল্যানসমুহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(৩৮) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি ও সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।

(৩৯) অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন উপস্থিততে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপের ১টি এবং টেকনিক্যাল টাস্ক টিমের (টিটিটি) ০২টি সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(৪০) অটিজম ও এনডিডি সেলের উদ্যোগে ঢাকাস্থ WHO সহায়তায় WHO কর্তৃক প্রকাশিত অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক প্রকাশনার নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে :

- WHO–SEARO Resolution on Comprehensive and co-ordinated efforts for management of Autism Spectrum Disorders(ASD) and Developmental Disabilities;
- UN Resolution 67-82 on Autism;
- Dhaka Declarations on Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities, 2011;
- SAAN Delhi Declarations.

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপসমূহ:
(৪১) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অধীনে একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রন কক্ষ ২৬ জানুয়ারি ২০২০ হতে কার্যকর রয়েছে।

কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রমঃ (০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অব্যাহত রয়েছে):
(৪২) ঢাকায় তিনটি, গাজিপুরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৩১,৯৯১ জনকে কোয়ারেন্টাইন রাখা যাচ্ছে।
(৪৩) মহামারী চলাকালীন সময়ে ঝুঁকি মোকাবেলায় অপ্রয়োজনীয় জামায়েত, সভা, সেমিনার সীমিত রাখা, মসজিদ, মন্দির, বিবাহ, খেলাধুলা, সিনেমা , থিয়েটার , রাজনৈতিক সমাবেশ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
(৪৪) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ শুরু হবার পর থেকেই ব্যানার, লিফলেট, এক্স স্টান্ড, ডিজিট্যাল ব্যানার, পেপার ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারনা করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কারিগরি নির্দেশনা বিষয়ক:
(৪৫) এ পর্যন্ত মোট ৮টি গাইডলাইন, ২৬টি নির্দেশিকা এবং ১১টি গণসচেতনতা মূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। (৮৫) কোভিড-১৯ মহামারী-এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে।

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও আইসোলেশন সেন্টার:
(৪৬) ঢাকায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ২৫০টি শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
(৪৭) কোভিড ডেডিকেটেট হাসপাতালগুলোতে সংক্রমিত রোগীদের জন্য ১,৯৬০টি সাধারণ বেড, ৮১টি আই সি ইউ এবং ৭৩টি ডায়ালাইসিস বেডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
(৪৮) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ৫০ শয্যার বেশি সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কোভিড এবং নন কোভিড সব ধরনের রোগীর চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (সূত্রঃ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০ (অংশ)-৪০১)
(৪৯) এ ছাড়া সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৫টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী এ সংখ্য বৃদ্ধি করা হবে।
(৫০) স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হটলাইনে যুক্ত রয়েছেন ৪,২১৭ জন চিকিৎসক।
(৫১) মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
(৫২) হটলাইন সমূহঃস্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, হটলাইন- ৩৩৩, আইইডিসিআর- হট লাইনঃ ১০৬৫৫ এবং ০১৯৪৪-৩৩৩২২২।
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

(৫৩) কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশের স্থল/নৌ/বিমান বন্দর সমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারী ইসস্পেক্টর ও পয়েন্টস অফ এন্ট্রি সমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া অব্যাহত রয়েছে।
(৫৪) দেশের ৬৪টি জেলার ৫,১০০ ডাক্তার এবং ১,৭০০ নার্সকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ও ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল বিষয়ে ট্রেইনিং সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান রয়েছে।
(৫৫) ৩৯ বিসিএস-এর নব নিয়োগ কৃত ২,০০০ ডাক্তার ও ৫,০০০ নার্সদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনে দেশের স্থল/নৌ/বিমান বন্দরসমূহে গৃহীত ব্যবস্থাদি:
(৫৬) দেশের বিভিন্ন স্থল/নৌ/বিমানবন্দরসমূহে সতর্কতা ও রোগের সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম জোরদার ও স্ক্রিনিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(৫৭) হযরত শাহ জালাল. হযরত শাহ আমানত, হযরত শাহ পরান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে থার্মাল স্কানার/ডিজিটাল হ্যান্ড হেল্ড থার্মোমিটারের মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে আগত যাত্রীদের স্পর্শ না করেই জ্বর রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(৫৮) বিমানের ভিতরে আক্রান্ত যাত্রীদের দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য বিমানের ক্রুদের মাধ্যমে যাত্রীদের মধ্যে হেলথ ডিক্লারেশন ফরম ও প্যাসেঞ্জার লোকেটর ফরম বিতরন করা হয়েছে।
(৫৯) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে সকল আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রীদের থার্মাল স্কানার-এর মাধ্যমে জ্বর দেখা হচ্ছে এবং সন্দেহজনক যাত্রীকে স্ক্রিনিং সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। দরকার হলে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে।
(৬০) বিমানে আগত যাত্রীদের মধ্যে যে সকল যাত্রীদের করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছেনা, তাদেরকে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠনিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হচ্ছে।
(৬০) দেশের পয়েন্ট অফ এন্ট্রি সমূহ যথা বিমান/স্থল/নৌ বন্দরসমূহ দিয়ে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং কার্যক্রম ২০ জানুয়ারি ২০ তারিখ থেকে অব্যাহত রয়েছে।

ল্যাব সার্ভিস:
(৬১) ২০ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৮০টি পিসিআর ল্যাবে কোভিড-১৯-এর নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।
পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলায় পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হবে।
(৬২) COVID-19 Emergency Response and Pandamic Preparedness শীর্ষক প্রকল্পে ১৮২টি এবং COVID-19 Response Emergency Assistance শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮টি মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে দুই শিফটে প্রতিদিন সর্বমোট ৬৯,৯২০টি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

কোভিড-১৯ নমুনা সংগ্রহে গৃহীত ব্যবস্থা:
(৬৩) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহিঃবিভাগে ফ্লু-ক্লিনিক/ফিভার ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।
(৬৪) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইডিসিআর এবং ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার-এর নিজস্ব মোবাইল টিমের মাধ্যমে জরুরীভিত্তিতে **নমুনা** সংগ্রহ (বাসা হতে) করা হচ্ছে।
(৬৫) কোভিড- ডেডিকেটেড হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে এবং ব্র্যাকের বুথের (মোট বুথ-৭৬)-ঢাকা, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা এবং ভৈরব মাধ্যমে **নমুনা** সংগ্রহ করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা :
(৬৬) বর্তমানে ঢাকা শহরে কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফদের থাকার জন্য মোট ৫১টি হোটেল নির্ধারন করা হয়েছে।
(৬৭) কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার,নার্স এবং স্টাফদের আবাসন ও খাবার বাবদ ব্যয় মিটানোর জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে কোয়ারেন্টাইন এক্সপেন্স খাতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৮৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন অপারেশনাল প্লানগুলোর আওতায় কার্যক্রমসমূহ

(৬৮) মেটারনেল নিওনেটাল চাইল্ড এন্ড এ্যাডোলসেন্ট হেলথ (এমএনসিএন্ডএএইচ):

(ক) ইপিআই প্রোগ্রাম :

- ফ্রাকশনাল আইপিভি টিকাদান প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে টিকাদান কার্যক্রম চালু হয়েছে;
- কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যাংছড়ি উপজেলায় নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মায়ানমার জনগোষ্ঠীর জন্য OCV টিকাদান ক্যাম্পেইন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

(খ) এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রামঃ

- ৪৫৮ জন চিকিৎসক, নার্স ও মাঠকর্মীদের সমন্বিত নবজাতক সেবা প্যাকেজ, ৫৮৯ জন চিকিৎসক ও নার্সদের ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC), ৭৭৫ জন চিকিৎসক এবং নার্সদের ETAT, ৬,৮৩৫ জন Doctor, SACMO, Field Staff-দের Revised IMCI Protocol, ৬২৬ জন ডাক্তার ও নার্সদেরকে HBB এবং জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ম্যানেজারদের NNHP Tool Kit-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(গ) ম্যাটারনাল হেলথ প্রোগ্রামঃ

- ডিএসএফ কার্যক্রমভূক্ত ৫৫ উপজেলায় জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৮১,৬২১ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে;
- ইওসি কার্যক্রমঃ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০২০ প্রথমবারের মতো প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে গর্ভবর্তী মায়েদেরকে নিরাপদ প্রসবের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়;
- বর্তমানে দেশে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৬ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) হার ২০২২ সালের মধ্যে ১০৫ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)-এ নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে (এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী)।

(ঘ) এ্যাডোলসেন্ট হেলথ প্রোগ্রামঃ

- জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের ৩ ব্যাচে ৯০ জনকে, এ্যাডোলসেন্ট পিয়ার গ্রুপের ২৬ ব্যাচে ৭৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(ঙ) স্কুল হেলথ প্রোগ্রামঃ

- জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের ৫১ ব্যাচ ১৫৩০ জন শিক্ষককে এবং সিলেট জেলায় ৮ ব্যাচে ২৬৪ জন এবং কুমিল্লা জেলায় ৬ ব্যাচে ১৫৬ জনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৬৯) **কমিউনিকেবল ডিজেজ কন্ট্রোল**-এর কার্যক্রম:

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কালাজ্বর, জলাতঙ্ক, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আইএইচআর, হেপাটাইটিস, ইনফেকশন প্রিভেনশন ও কন্ট্রোল ইত্যাদি বিষয়ক মাঠপর্যায় ও অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৫-১৬ বছর বয়সী সকল শিশুকে বছরে ২ বার কৃমি নাশক ঔষধ সেবন, কালাজ্বর নিমূর্লে মাঠপর্যায়ে বাড়ি বাড়ি কীটনাশক ছিটানকরণ এবং মাঠপর্যায়ে নতুন কালাজ্বরের রোগী সনাক্তকরণ কার্যক্রম সীমিত আকারে সম্পন্ন হয়েছে;
- জলাতঙ্ক নির্মূলে বিভিন্ন জেলায় কুকুরকে টিকা প্রদান সীমিত আকারে প্রদান করা হয়েছে;
- ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে এডিস মশার সার্ভে ও সিটি কর্পোরেশন সহযোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং ডেঙ্গু গাইড লাইন তৈরি করা হয়েছে;
- ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কীটনাশকযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী মশারী সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়েছে;
- বিমান বন্দর, স্থল বন্দর ও নৌ বন্দর সমূহে মোট ০৭টি ডিজিটাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে;
- ৩৩ জেলায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের হেপাটাইটিস-বি এর টিকা, ঢাকা শহরের ৬টি এলাকায় ১২ লক্ষ কলেরা টিকা প্রদান করা হয়েছে;
- সকল জেলার সিভিল সার্জন ও মেয়র, জেলা সদর পৌরসভা, সকল উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা মহোদয়গনের সমন্বয়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে;
- কেভিড-১৯ বিষয়ক ৩৩টি গাইডলাইন রোগ নিয়ন্ত্রন শাখার সহযোগীতায় প্রস্তুতকরণ, বিতরণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৭০) লাইফস্টাইল এবং হেলথ এডুকেশন ও প্রমোশন:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে করোনা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সম্মিলিত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ৩টি টিভিসি প্রস্তুত করা হয়েছে। ৮-১০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ESCAP ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় ডেঙ্গু রোগ সংক্রান্ত সকল পরীক্ষা সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে নতুন মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত বার্তা বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচার : ০১ মিনিট।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আহ্বান ও নির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন : ২,৫০০টি+২৫০০টি তৈরি করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লং ব্যানার স্থাপন ১০টি, এলইডি স্ক্রলিং বোর্ড স্থাপন : ৪টি এবং লাইট বোর্ড ৪টি স্থাপন করা হয়েছে।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া)

- ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আহ্বান ও মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ দেশের প্রথমসারির বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রলে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ঘুর্ণিঝড় বুলবুল উপলক্ষ্যে সচেতনতা ও আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারন না করা বিষয়ক টিভি স্ক্রল দেশের প্রথম সারির ০৩টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।
- করোনাভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বার্তা ও টিভি ডকুমেন্টারী বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সম্বলিত টিভি স্পট বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইনফোগ্রাফি টিভি স্পট বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

(ঙ) দেশের পত্রিকায় (প্রিন্ট মিডিয়া)

- ডেঙ্গু বিষয়ক স্বাস্থ্য বার্তা, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় ডেঙ্গু চিকিৎসায় মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ ও কল করুন স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩ দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।
- ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কার অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। সায়মা ওয়াজেদ হোসেন কে শুভেচ্ছা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রলালয়ের অবস্থান বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য বার্তা সম্বলিত ক্রোরপত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়, জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

(৭১) হেলথ্ ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড ই-হেলথ

- জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টেবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্য কর্মীদের টেবলেট সহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল, সকল সিভিল সার্জন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে, যার নম্বর ১৬২৬৩। মোটামুটি স্বাভাবিক কল রেটে এর মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার করা হয়। এ ছাড়াও ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা/সপ্তাহের ৭ দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় সমন্বয় কেন্দ্রসহ (১টি) ৯৪টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়গুলো, সকল জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সকল মেডিকেল কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- হেলথ সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং (এইচএসএস) নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডের দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রতি বছর এ বিষয়ে হেলথ মিনিস্টারস পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ সকল বিশেষায়িত হাসপাতালে আংগুলের ছাপ সনাক্তকারী রিমোট ইলেক্টনিক্স অফিস এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেক্ট্রনিক্স তথ্য ভান্ডার, দেশ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য মানবসম্পদ তথ্য ভান্ডার, জিও-লোকেশন তথ্য ভান্ডার, হাসপাতাল অটোমেশনের জন্য ওপেন এমআরএস সফটওয়্যার চালু, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিএইচআইএস ২ (DHIS2) সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। রুটিন হেলথ ইনফরনমেশন সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্য অধিপ্তর DHIS2 সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে। পৃথিবীর ৬৩টি দেশে এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয়। সফটওয়্যারটি বাস্তবায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ।
- সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্টাটিটিসটিক্স নামে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ইলেকশন কমিশন ভোটার ডাটাবেইজ, স্বাস্থ্য ডাটাবেইজ এবং নির্মীয়মান দারিদ্র ডাটাবেইজসমূহ সমন্বিত করে আঙ্গুলের ছাপ ও রেটিনার ছবিযুক্ত ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক পপুলেশন রেজিস্টার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- প্রতিটি জেলা ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে একটি করে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
- অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সরকারি নিয়ন্ত্রনাধীন এক এবং অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনাধীন সকল মানব সম্পদকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস) চালু করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ এইচআরআইএস সফটওয়্যারটি সম্মানজনক APICTA - 2017 পুরস্কার লাভ করেছে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অন লাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে।
- সকল তথ্য একটি জায়গা থেকে দেখার জন্য একটি Dashboard চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় ই-হেলথ পলিসি এবং ই-হেলথ স্ট্রাটেজি তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

৭২) দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৪৮টি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ ও দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯ সালে ৪০,৯০৯ মিলিয়ন টাকার ঔষধ রপ্তানি করা হয়েছে। বাংলাদেশে মডেল ফার্মেসী স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। মডেল ফার্মেসীসমূহ গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট কর্তৃক পারিচালিত হয়। ইতোমধ্যে ২৫টি জেলায় ৫০০টি মডেল ফার্মেসী ও ৬৪টি জলোয় ২০,০০০ মডেল মেডিসিন শপ স্থাপন করা হয়েছে।

(৭৩) ঔষধ আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ঔষধ আদালতে ২টি, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪১টি, মোবাইল কোর্টে ১,৯৬৪টি মামলা হয়। মোবাইল কোর্ট (ঢাকা) জরিমানা আদায় করেছে ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৭০৮ টাকা, বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দিয়েছে ৪৩ জনকে, ঢাকায় জব্দকৃত ঔষধের মূল্য আনুমানিক ২৩ কোটি, ২৯ লক্ষ, ২০ হাজার, ৭৬৮ টাকা প্রায়।

৭৪) করোনা রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও মেডিক্যাল ডিভাইসের সহজলভ্যতা ও সহজ প্রাপ্যতা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর নিশ্চিত করেছে এবং মূল্য স্থিতিশীল রেখেছে। যেমন, করোনা চিকিৎসায় Investigational New Drugs

(IND) Remdesivir inj যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরপরই বাংলাদেশ Emergency Use Authorization (EUA) প্রদান করেছে;

- Favipiravir Tablet জাপানের পরপরই বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেছে এবং উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়াও Ivermectin Tablet, Hydroxychloroquine Sulfate Tablet-এর উৎপাদন ও প্রাপ্যতা সহজলভ্য করেছে;
- হ্যান্ড গ্লাভস, ফেস মাস্ক এবং ফেস মাস্ক উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত ভ্যাটসহ সকল ধরনের শুল্ক মওকুফের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (কাস্টমস্) কর্তৃক উক্ত পদের আমদানির ভ্যাট ট্যাক্স মওকুফ করা হয়;
- পরবর্তীতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে N95/KN95/FFP2/Surgical Mask আমদানির জন্য ৮৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান করা হয়। এতে করে দেশে Mask-এর সরবরাহ নিশ্চিত হয়;
- জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানকে পিপিই আমদানির জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান করা হয়েছে;
- করোনা টেস্টের জন্য RT-PCR machine, RT-PCR test kit, বায়োসেফটি লেভেল-২ ল্যাবের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য NOC প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখা হয়েছে;
- জানুয়ারি ২০২০-এ মাত্র ০৮টি প্রতিষ্ঠান হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদন করত, পরবর্তীতে দেশে করোনা সংক্রমণ দেখা দিলে জরুরি প্রয়োজনে আরও ৬২টি প্রতিষ্ঠানকে হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদনের অনুমোদন দেওয়া হয়;
- জুন ২০২০-এ মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে ১০০টি, ৪৯,৬৯,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ৯ জন ব্যক্তিকে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের কার্যক্রম:

(৭৫) ২০১৬ ও ২০১৮ সালে নিয়োগকৃত ১৪,৬৯০ সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্যে ৬,৫০০ জনকে অপারেশন প্লানের আওতায় অরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৭৬) ২০তলা বিশিষ্ট নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবন মহাখালী, ১০তলা পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে, জুলাই ২০২০-এ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর স্থানান্তরিত হবে।

(৭৭) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতায় এ পর্যন্ত যে সকল সিনিয়র স্টাফ নার্সগণ চাকুরিতে যোগদান করেছেন তাদের চাকুরিতে স্থায়ীকরন করা হচ্ছে।

(৭৮) ১৯৮০-৮৬ সাল পর্যন্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সের মধ্যে ২৮ জুলাই ২০১৯ সালে ১১ জন ও ২৩ মার্চ ২০২০ সালে ৬৮ জন দুই ধাপে মোট (১১+৬৮)=৭৯ জন সিনিয়র নার্সিং কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৭৯) ১০ মে ২০২০ সালে কোভিড-১৯ হাসপাতালে দ্বায়িত্ব পালনের জন্য ৫০৫৪ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রম:

(৮০) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে ৯৪৪টি মেরামত কাজে ১০৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের সবটুকুই খরচ করেছে ৯৯৪টি মেরামত কাজে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৭২টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, ৩৮১টি পুণর্নির্মাণ, ১৩০টি সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

৮২) স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি :

ক) Study on Healthcare Seeking Behavior of SSK Cardholders শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি'র কার্ডধারী সেবাগ্রহীতাদের সেবা গ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমুহ চিহ্নিত করা হবে। উক্ত গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি'র সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্যদের হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ অধিকতর সহজ করতে সহায়তা করবে।

(খ) 'Study on Assessment of Out of Pocket (OOP) Expenditure in SSK Facilities' শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি'র সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা খাতে নিজস্ব ব্যয় (Out of Pocket (OOP) নির্ণয় করা হবে। উক্ত গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি'র সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

(গ) 'Study on Costing of OPD Benefit Package for SSK' শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি'র বহিঃবিভাগীয় রোগের মূল্য নির্ণয় করা হবে। উক্ত গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি'র বহিঃবিভাগীয় রোগীর Benefit Package প্রণয়নে সহায়তা করবে।

(৮৩) বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ একাউন্টস্ (BNHA) :

(ক) BNHA-এর ষষ্ঠ রাউন্ডের কাজ শুরু হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) BNHA Cell-এর অন্যতম মূল কাজ Public Expenditure Review (PER)-এর তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

৮৪) Quality Improvement Secretariat (QIS) কার্যক্রম :

- SDG 3.1 অর্জন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য 'Zero Maternal Death Initiative' শীর্ষক একটি মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। মডেলটি মৌলভী বাজার জেলায় পাইলটিং করা হবে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সভা করে একটি পূণাংঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে জেন্ডারজনিত সহিংসতায় সেবা কার্যক্রম :

(৮৫) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের অধীন জিএনএসপি ইউনিটের প্রণীত Health Sector Response to Gender Based Violence Protocol for Health Care Providers-এর আলোকে Health Sector Response to Gender Based Violence শীর্ষক কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম বিস্তৃত করার প্রয়াসের অংশ হিসেবে Web-Based Module on Clinical Management of Rape (CMR) প্রস্তুত ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ওয়েব সাইটে সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া এনজিও ডাটাবেজ-এর বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদানের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এনজিও সমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সুচিন্তিত ও প্রায়োগিক মতামত প্রদান করা হয়েছে।